চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মাসব্যাপী চলমান ক্রাশ প্রোগ্রামে নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা মাননীয় মেয়রের

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি.

১২ মার্চ মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরীর ৫ টি ওয়ার্ডের নালা-নর্দমা থেকে মাটি উত্তোলন কর্মসুচির ২য় দিনে ২শত ২০ টন মাটি উত্তোলন করা হয়। ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে দেওয়ান বাজার ৩৫ টন, জামালখান ৩৫ টন, আন্দরকিল্লা ৫০ টন, উত্তর পতেঙ্গা ৩০ টন ও দক্ষিণ পতেঙ্গা ওয়ার্ড হতে ৭০ টন মাটি উত্তোলন করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব জনবল দিয়ে মাসব্যাপী এ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলমান থাকবে। চলমান এই ক্রাশ প্রোগ্রামে নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা চেয়ে মেয়র বলেন, খাল ও নালা নর্দমাগুলো যদি অবৈধ দখল ও স্থাপনা থেকে মুক্ত রেখে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা গড়ে তোলা যায়- তাহলে নগরীর জলাবদ্ধতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। তাই খাল ও নালা-নর্দমাগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষন ও পরিষ্কার রাখতে এবং খালে যাতে ময়লা আবর্জনা ফেলে ভরাট করা না হয় সে জন্য তিনি সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে নগরবাসীর সচেতনা প্রত্যাশা করেন মাননীয় মেয়র।

রিকশার স্পট লাইসেন্স প্রদান

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি.

স্পট রিকশার লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি. মঙ্গলবার সকালে নগর ভবন চত্বরে এই লাইসেন্স প্রদানের কর্মসূচি শুরু হয়। তাৎক্ষনিক রিকশার লাইসেন্স প্রদানকালে বক্তরা বলেন, এতে করে নগরীর সকল অবৈধ রিকশা চিহ্নিত করা সহজ হবে। যা পরবর্তীতে উচ্ছেদ করা হবে। যানজটমুক্ত সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগর গড়তে অবৈধ রিকশা ও যানবাহন চিহ্নিত ও উচ্ছেদ করা জরুরী। কারণ এ ধরনের যানবাহনের ফলে মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়। লাইসেন্স প্রদানকালে প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আবু শাহেদ চৌধুরী, প্রধান পরিদর্শক জয়নাল আবেদীন ও চট্টগ্রাম মহানগরী রিকশা মালিক পরিষদের সভাপতি মো. ছিদ্দিক মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি. নগরভবন চত্বরে ২৬১ টি রিকশাকে স্পট লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মোধ্যে দেওয়ান বাজার ওয়ার্ডে ৮৫ টি, এনায়েত বাজার ওয়ার্ডে ৮৭ টি ও আন্দরকিল্লা ওয়ার্ডে ৮৯ টি রিকশা লাইসেন্স প্রদান করা হয়। নগদ ১শত টাকার বিনিময়ে তৎক্ষণিক রিকশার মালিককে রিকশার লাইসেন্স ও প্লেইট প্রদান করে ২৬ হাজার ১ শত টাকা আদায় করা হয়। আগামীকালও এ স্পট রিকশার লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চলমান থাকবে।

মুসলিম ইন্সটিটিউট এর প্রকল্প নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি.

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি. মঙ্গলবার সকালে মুসলিম ইন্সটিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স এর প্রকল্প নিয়ে এক মতবিনিময় সভা চ.সি.ক. কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় মেয়র আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আবু শাহেদ চৌধুরী, ভু সম্পত্তি কর্মকর্তা এখলাছ উদ্দীন আহমদ এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক আবদুল্লাহ হারুন পাশা, ঢাকা গন্থাকার অধিদপ্তরের পরিচালক এ জে এম অব্দুল্যাহেল বাকী, চট্টগ্রাম মসলিম ইন্সটিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের উপ প্রকল্প পরিচালক মো. রিয়াজ উদ্দিন, গণপূর্ত চট্টগ্রাম জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোসলেহ উদ্দীন আহামদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কাজী মো. ফিরোজ হাসান, মো. উজির আলী, মো. আসিকুর রহমান ভূইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহজাহান, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী রাহুল গুহ, টিআইসির পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার, পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী পরিচালক মো. আব্বাছ আলী প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে মুসলিম ইন্সটিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মিত হবে। এই কমপ্লেক্সে নির্মাণ পরিকল্পনায় শীততাপ নিয়ন্ত্রীত বহুতল বিশিষ্ট ২টি নান্দনিক ভবন এবং শহীদ মিনারের পশ্চিম পার্শ্বে ১টি দ্বিতল কেপেটেরিয়া ও মিউজিয়াম রয়েছে। এই ভবন দুটির নিচে ব্যাচমেন্টে পার্কিংস্পেস এবং শহীদ মিনারের পূর্বপাশে থাকবে উম্মুক্ত মঞ্চ। রাস্তার এপার-ওপারে সংযুক্ত করে থাকবে প্লাজা । প্লাজার নিচ দিয়ে যথারীতি গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থাসহ প্লাজার উপরে নির্মিত হবে বর্তমান আঙ্গীকে নতুনভাবে শহীদ মিনার। সভায় এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, সংস্কৃতি একটি জাতি সত্বার আত্মার পরিচয়। প্রকৃতির আলো বাতাস, জল, মৃত্তিকার স্পর্শে সাংস্কৃতিক অবয়মূর্ত হয়। ভুপ্রাকৃতিক বৈচিত্রে ভরপুর চট্টগ্রাম একটি সাংস্কৃতির উর্ভর ভুমি। চট্টগ্রাম হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধশালী। এই কমপ্লেক্স নির্মিত হলে আধুনিক নাট্যচর্চা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পরিধি আরো সমৃদ্ধি হবে। সুস্থ ধারার নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে আরো গতিশীল করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

চ.সি.ক. পরিচালিত ৬টি স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কমিটির সভায় মাননীয় মেয়র

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি.

মাননীয় মেয়র আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন বলেছেন, নগরীর নিম্ন ও মধ্যম শ্রেনীর ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী চ.সি.ক. পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অধ্যয়ন করছে। দেড়শত বছর আগে থেকেই নগরীর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। মরহুম নুর আহমদ চেয়ারম্যান অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু করার পর আজপর্যন্ত চলমান রয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে পরিচালিত ৯০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এমনকি শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধে চসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ৮ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ দিচ্ছে। চ.সি.ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের নিকট ডিজিটাল ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সহ আধুনিক সরঞ্জামের সহযোগিতা চাইলেন মেয়র। ১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি. মঙ্গলবার বিকেলে কর্পোরেশনের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৬টি স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কমিটির এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে মেয়র একথা বলেন।

সভায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সভা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো হল পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রিমিয়ার কলেজ, কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ডা. জাকির হোসেন সিটি

কর্পো: হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পূর্ব বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন কলেজ। এসময় প্যানেল মেয়র ও সম্মানিত কাউন্সিলর প্রফেসর ড. নিছার উদ্দীন আহমদ মঞ্জু, সম্মানিত কাউন্সিলর জয়নাল আবদীন, সম্মানিত কাউন্সিলর আলহাজ্ব হাসান মুরাদ বিপ্লব, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া, পূর্ব বাকলিয়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অভিভাবক প্রতিনিথি আলহাজ্ব মোহাম্মদ হারন উর রশিদ, আলহাজ্ব আবদুল করিম, কাজী শাহীনা সুলতানা, শিক্ষক প্রতিনিধি চিত্রা চন্দ মোহাম্মদ আছেফুর রহমান ফারুকী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু তালেব, পতেঙ্গা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ইঞ্জি. আ ফ ম ইসহাক , জাগির আহগম, হাজী মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন, আব্দুর রহিম, ফজল করিম, শিক্ষক প্রতিনিধি সৈকত চৌধুরী, বিশ্ব নাথ নাথ, সদস্য সচিব ইসমত আরা, সরাইপাড়া সিটি কর্পোরেশন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাবের আহম্মদ, দাতা সদস্য নুরুল আমীন, হিতৈষী সদস্য মো. নুরুল ইসলাম, বিদ্যোৎসাহী সদস্য ডা. মো. শহীদ উল্লাহ কায়সার, রিয়াদ মুজাহিদুল ইসলাম, অভিভাবক প্রতিনিধি এ এ এম কিবরিয়া, মুহাম্মদ রহিম উল্লাহ আজাদ, ন াছিমা বেগম, শিক্ষক প্রতিনিধি সাহিদা বেগম, কাজী মীর হোসেন, মুহাম্মদ আলী, অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব রওশন আখতার, ডা. জাকির হোসেন সিটি কর্পোরেশন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ডা, এ কে এম ফজলুল হক সিদ্দিকী, মাকসুদ আহাম্মদ সর্দার, আবদুল করিম, নুর উদ্দীন, আবু ইউছুপ, ডা. খুরশিদ জাহান বেগম, ডা. খোরশেদ আলম চৌধুরী, সদস্য সচিব অধ্যক্ষ ডা. মো. নুরুল আমিন, চসিক প্রিমিয়ার কলেজের নির্বাহী কমিটির সদস্য সারওয়ার মোরশেদ কচি, আলহাজ্ব নুরুল বশর মিয়া, অধ্যক্ষ মো. আবু তৈয়ব চৌধুরী, কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মো. আবুল কাশেম, অভিভাবক প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান চৌধুরী, শিক্ষক প্রতিনিধি কোহিনুর আকতার, লিটন কান্তি দেব উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মেয়র এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক স্বল্পতা,প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব ও বিভিন্ন সমস্যার কথা মনযোগ দিয়ে শুনেন। তিনি অচিরেই এই সমস্ত সমস্যা নিরসনের আশ্বাস দেন। মেয়র আরো বলেন, শিক্ষা অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির ধারক। মানুষের ভিতরে যে সুপ্ত প্রতিভা, সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তা শক্তিতে জাগ্রত করনের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে শিক্ষা কার্যক্রম একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। বহুকাল পূর্ব থেকে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চলমান ছিল। বর্তমানে চসিক ৯০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এই খাতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রায় ৪৩ কোটি টাকা ভর্তুকী দিচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ বিগত সভার কার্যবিববরণী মেয়র বরাবরে উপস্থাপন করলে তা পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় আগামী ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে চ.সি.ক. এর উদ্যোগে শিশু সমাবেশ এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্তও গৃহিত হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১২ মার্চ ২০১৯ খ্রি.

ব্র্যাক কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড কর্তৃক বাস্তাবায়িত"ইইউ সাপোর্ট টু হেলথ্ এন্ড নিউট্রিশনটু দি পুওর ইন আরবান বাংলাদেশ"এর প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের যুন্ম সচিব মেজবাহ উদ্দিন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ ১০ মার্চ রবিবার দুপুরে মাননীয় মেয়র আ.জ.ম. নাছির উদ্দীনের সাথে সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে প্রকল্প পরিচালক মেজবাহ উদ্দিন সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার কথা উল্লেখ করে বলেন, চসিক পরিচালিত মাতৃসদন হাসপাতাল, ব্র্যাক মেটারনিটি সেন্টার, সূর্যের হাসি ক্লিনিক, মেরি স্টোপস স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডের ২৫টি ওয়ার্ডে সুবিধা বঞ্চিত গরীব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার ৫শত পরিবারকে স্বাস্থ্য সেবা কার্ড প্রদান করা হয়। এই এই কার্ডধারী পরিবারের শিশুরা নভেম্বর ২০১৭ থেকে অদ্যাবধি ৯২ হাজার বার চিকিৎসা সেবা গ্রহন

করছে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বৈঠকে মেয়রকে অবহিত করেন। বৈঠকে মেয়র মহোদয় নগরীর সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

মেয়র বলেন, নগর এলাকার অতি দরিদ্র মানুষের জন্য এই প্রকল্পের কার্যক্রম বিশেষ উপকারে আসছে। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এই প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হলেও অতি দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্ডের কার্যক্রম অব্যহত রাখার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন। বৈঠকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকথার চৌধুরী, ব্র্যাক প্রেগ্রাম ম্যানেজার নাদিয়া রশিদ, কনসুরটিম ম্যানেজার এমরানুল হক, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এডভাইজার জাকির হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাক্তার সাদিয়া শাবনম, মেডিকেল অফিসার মুশফিকুল হক, তামান্না, ফিরোজ খান সহ ব্র্যাক কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বাহ্নে ব্র্যাক কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড কর্তৃক বাস্তাবায়িত"ইইউ সাপোর্ট টু হেলথ্ এন্ড নিউট্রিশনটু দি পুওর ইন আরবান বাংলাদেশ"এর প্রকল্প পরিচালক ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাস্তবায়নাধীন সুবিধা বঞ্চিদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তারা পূর্ব ষোলশহরে অবস্থিতি ব্র্যাক মেটারনিটি সেন্টার,বারমা কলোনী এবং পশ্চিম মাদারবাড়ি এলাকায় ব্র্যাক কর্তৃক আয়োজিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে আগত বস্তিবাসীদের সাথে কথা বলেন এবং প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সর্ম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এই সময় সম্মানিত কাউন্সিলর মো: মোবারক আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, সম্মানিত কাউন্সিলর গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের ও সংরক্ষিত সম্মানিত কাউন্সিলর আবিদা আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা